দক্ষিণ এশীয় গণসংহতি প্রচারাভিযান

সার্কে সিভিল সোসাইটির অংশগ্রহণ ছাড়া দক্ষিণ এশীয় গণঐক্য পূর্ণতা পাবে না

জনমত গঠনের জন্য
ধারণাপত্র-৮

মার্চ ২০০৭

সিভিল সোসাইটি কারা ?

ইংরেজিতে Civil শব্দটির বহু রকমের বাংলা অর্থ দাঁড়াতে পারে। সিভিল অর্থ বেসামরিক অবস্থা আবার সিভিল অর্থ সুশীল, সভ্য এবং আনুষ্ঠানিক ক্ষমতার বলয়-বহির্ভূত সাধারণ নাগরিক। কিন্তু সিভিল সোসাইটি বললে এর ব্যাপ্তি অনেক বেড়ে যায়। সাধারণত সিভিল সোসাইটি বলতে একটি দেশের একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী বা নাগরিক সমাজকে বোঝায়, যারা দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বলয়ের বাইরে থেকেও রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং আর্থসামাজিক বিভিন্ন ইস্যুতে সক্রিয়, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। সিভিল সোসাইটির অবস্থান সবসময়ই রাজনৈতিক দলনিরপেক্ষ এবং তাদের মতামত হয় স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ। ক্ষমতা লাভ বা অংশীদারিত্বের জন্য তারা কাজ করে না। ফলে একটি উন্নত দায়িত্বশীল ও দেশপ্রেমিক সিভিল সোসাইটি যে কোনো দেশের জন্য সমাজ, মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা মনে করি, নিম্নোক্ত কারণে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও নাগরিক সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, উন্নয়নশীল দেশের সরকারগুলো উন্নত দেশ এবং সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে, যার কারণে দরিদ্র দেশগুলোতে তারা,

১. বৈদেশিক বিনিয়োগ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে, যার ফলে বিদেশ থেকে পাঠানো প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স) বিদেশী কোম্পানির মুনাফা হিসেবে ফেরত চলে যাচ্ছে;

২. বিভিন্ন জাতিসত্তা ও আঞ্চলিক বিরোধসমূহ উস্কে দিচ্ছে এবং তথাকথিত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নামে এ অঞ্চলে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির জন্য প্রলুব্ধ করছে এবং অস্ত্র বিক্রি করছে।

অথচ দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর জনগণের হাজার বছরের সামাজিক ঐতিহ্য হচ্ছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সংহতি। এ বিষয়টি নিয়ে নাগরিক সমাজ পারস্পারিক জনসংযোগের মাধ্যমে জনমত গড়ে তুলতে পারে। এর ফলে সরকারগুলোর উপর চাপ বাড়বে, যাতে তারা বহুজাতিক কোম্পানির ক্রীড়নকে পরিণত না হয়।

দ্বিতীয়ত, প্রতি বছর সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে যে আলোচ্যসূচি নির্ধারিত হয় তা সংশ্লিষ্ট দেশের মন্ত্রী পর্যায়ের বিভিন্ন সভার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়, এটা সত্য। কিন্তু প্রস্তাবিত আলোচ্যসূচি চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়ায় কোনো জনঅংশগ্রহণ থাকে না, ফলে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ দক্ষিণ এশিয়ার ১৫০ কোটি জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার প্রকৃত সমস্যার উপর আলোকপাত করতে পারেন না এবং সঠিক ও সময়োপযোগী ভবিষ্যত দিকনির্দেশনা তৈরিতে ব্যর্থ হন।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে সদস্য দেশসমূহের সিভিল সোসাইটি গ্রুপ সার্ক নিয়ে সাধারণ জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত এবং বিশ্বায়ন মোকাবেলায় ভবিষ্যতে সার্কের কাঠামো কিভাবে দেখতে চায় সে বিষয়ে জনমত তৈরির জন্য অবিরত কাজ করছে। আমরা মনে করি, সাধারণ জনগোষ্ঠীর এই মতামত সার্কের মূল সম্মেলনে প্রতিফলিত হওয়া উচিত, যাতে সার্ক নেতৃবৃন্দ সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হন।

তাই আমাদের দাবি, সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সিভিল সোসাইটির অংশগ্রহণ এবং সেখানে এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনার সুযোগ দিতে হবে।

বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে সিভিল সোসাইটির পর্যবেক্ষণের সুযোগ রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে আইনগতভাবেই সিভিল সোসাইটিকে সে দেশের পার্লামেন্টে বিভিন্ন উন্নয়ন এবং কৌশলগত বিষয়ে মতামত প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়েছে এবং তাদের পরামর্শ পার্লামেন্টও গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু সার্ক সম্মেলনে এ ধরনের কোনো সুযোগ নাই। আমাদের দাবি, সার্ক সিভিল সোসাইটিকেও এ ধরনের সুযোগ দিতে হবে। সার্কের প্রতিটি দেশের নেতৃবৃন্দ সার্ক সম্মেলনে যাবার পূর্বে তাদের জনগণের সামনে এটা উন্মুক্ত করবেন যে, তারা উক্ত সম্মেলনে কী আলোচনা করবেন।

আসন্ন সার্ক সম্মেলনে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের দাবি নিম্নরূপ। আমরা মনে করি, আমাদের দাবির সাথে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের নাগরিক সমাজের দাবিও অভিন্ন হোক। যাতে এ দাবি বাস্তবায়নে সার্ক নেতৃবৃন্দের ওপর চাপ তৈরি হয়।

সার্ক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, শ্রমিক ও সেবাখাত সম্পর্কে আমাদের দাবিসমূহ

- সার্ক দারিদ্র বিমোচন তহবিল গঠন ও এর বাস্তবায়ন করতে হবে। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ নির্ভরতা থেকে মুক্ত হতে সার্ক উন্নয়ন ব্যাংক গড়ে তুলতে হবে;
- স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে সার্ক অর্থনৈতিক ইউনিয়ন, মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল, কাস্টমস ইউনিয়ন এবং সাধারণ বাজার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। তবে অবশ্যই সার্কের উন্নত দেশগুলোকে সার্কের অনুন্নত দেশের নিজস্ব শিল্প উন্নয়ন ও বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সাপ্লাই সাইড শক্তিশালী করতে সহায়তা করতে হবে;
- অদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ শ্রমিকদের দক্ষিণ এশিয়ায় ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার দিতে হবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মোড-৪ কে এই প্রেক্ষিতে কাজে লাগাতে হবে;
- মৌলিক চাহিদা যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য এবং বাসস্থান নিশ্চিত করতে সেবাখাতগুলোকে বেসরকারিকরণ থেকে মুক্ত করতে হবে এবং এ ব্যাপারে সার্ক দেশগুলোকে ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে।

পরিবেশ, কৃষি ও জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে আমাদের অবস্থান

- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে এবং সামাজিক বীজ সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে হবে;
- বনাঞ্চল এবং জলাভূমি রক্ষা এবং জল ও বায়ু দূষণ রোধ করার জন্য সার্ক সদস্য দেশগুলোর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে;
- বিষাক্ত ও বিপজ্জনক বর্জ্য, আণবিক বর্জ্য নিষ্কাশন রোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- উন্নয়ন পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;
- সার্ক দেশগুলোর জন্য একটি আঞ্চলিক জলবায়ু গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের গবেষণালব্ধ তথ্য সবার কাছে পৌঁছে দিতে হবে;
- কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণ করা যাবে না এবং সার্ক দেশগুলোতে জিনগতভাবে রূপান্তরিত খাদ্যশস্য উৎপাদন বন্ধ করতে হবে;

›› ভেতরের পাতায়

- প্রয়োজনীয় ভূমি সংস্কার এবং ভূমি সম্পদ মালিকানার উচ্চসীমা নির্ধারণ করতে হবে;
- আদিবাসীদের কৃষি ব্যবস্থার বিকাশে সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে;
- বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সুই জেনেরিস কাঠামোর আওতায় জৈব সম্পদের তালিকা প্রণয়ন করতে হবে এবং অবৈধ পেটেন্টের হাত থেকে জৈব সম্পদ রক্ষা করতে হবে। সার্কভুক্ত প্রতিটি দেশে জাতীয় জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে হবে;
- পরিবেশ-বান্ধব কৃষির জন্য ভর্তুকির ব্যবস্থা করতে হবে এবং সার্কভুক্ত দেশগুলোর কৃষি ভর্তুকির মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে;
- কার্বন ট্রেডিং এর জন্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে একীভূত শেয়ার বাজার গড়ে তুলতে হবে।

সাফটা ইস্যুতে আমাদের দাবি

- স্বল্পোন্নত দেশের রপ্তানি পণ্য বহুমুখী করার জন্য প্রয়োজনীয় টেকসই কারিগরী ও প্রযুক্তি সহায়তা দিতে হবে;
- দেশীয় উদ্যোক্তা তৈরিতে রাষ্ট্র কর্তৃক বাণিজ্য সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।
- সদস্য দেশগুলোর সরকারের রাজস্ব আদায় এবং কর আদায় নীতিমালা পুনর্বিন্যাস করতে হবে এবং আয় বৈষম্য দূর করার নীতি গ্রহণ করতে হবে
- প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সের অর্থ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ ব্যবস্থা করতে হবে;
- দেশীয় শিল্পসমূহে শ্রমমান এবং কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্পর্কে আমাদের অবস্থান

- সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের ওপর (এফডিআই) সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে এবং সকল বৈদেশিক বিনিয়োগকে বিনিয়োগকৃত দেশের শেয়ার বাজারে শেয়ার ছাড়তে হবে, যেন সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণ ঐ বিনিয়োগে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং অংশগ্রহণ করতে পারে;
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বহুজাতিক কোম্পানির বিনিয়োগের সঠিক আর্থিক প্রতিবেদন এবং অন্যান্য প্রতিবেদন স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে হবে;
- স্থানীয় বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের সমান সুবিধা দিতে হবে;
- বৈদেশিক বিনিয়োগ আসতে হবে ভারী শিল্পে এবং এই শিল্প কারখানাগুলোকে শ্রম ঘন হতে হবে অর্থাৎ কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকতে হবে;
- জাতীয় সঞ্চয়ে স্বল্পতার কথা বলে বৈদেশিক বিনিয়োগকে আমন্ত্রণের যে প্রবণতা আছে তার দুষ্ট চক্র থেকে বের হয়ে আসতে হবে। এর বিকল্প হিসেবে প্রবাসীদের পাঠানো আয় দিয়ে আমাদের নিজস্ব ভারী শিল্প গড়ে তুলতে হবে;
- সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগে প্রযুক্তি স্থানান্তর হতে হবে এমনভাবে যাতে আমরা একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর ঐ নির্দিষ্ট প্রযুক্তিতে স্বাবলম্বী ও সক্ষমতা অর্জন করতে পারি;
- যে বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার ঘটে, পরিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য ধ্বংসের আশংকা থাকে সে সমস্ত বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করতে হবে;
- সার্ক দেশগুলোর তহবিল ঘাটতি হ্রাসের লক্ষ্যে সার্ক উন্নয়ন ব্যাংক গঠন করতে হবে। এই ব্যাংক থেকে সার্ক দেশগুলো নিজ দেশে উন্নয়ন খাতে অর্থ বিনিয়োগ করবে;
- কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটির (Corporate Social Responsibility- CSR) মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিয়োগকে বৈধতা দেয়া যাবে না। কোম্পানিগুলো পরিবেশের কী পরিমাণ ক্ষতি করছে তা নির্ণয়ের ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এটাই CSR এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

দক্ষিণ এশিয়ায় সামরিকীকরণ ইস্যুতে আমাদের অবস্থান

- নন স্টেট টেররিস্ট ফ্যাক্টর প্রশমনের জন্য সার্ক-ভিত্তিক সহযোগিতামূলক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে;
- ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি বিজ্ঞানভিত্তিক সেক্যুলার শিক্ষা উৎসাহিত করতে হবে;
- দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতির বিকাশের লক্ষ্যে সার্কভুক্ত সকল দেশের জন্য একটা সর্বজনীন কারিকুলাম থাকতে হবে;
- তরুণদের জন্য বিকেন্দ্রিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে;
- ধর্মীয় উগ্রবাদী রাজনীতি বিলুপ্ত করতে হবে। তার জন্য গণমাধ্যমসহ অন্যান্য স্থানে সহনশীলতার সংস্কৃতি প্রোমোট করতে হবে;
- পশ্চিমা অস্ত্র ব্যবসায়ীদের পুতুল হয়ে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ না বাধিয়ে, আঞ্চলিক স্বার্থ প্রাধান্য দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, মানব উন্নয়ন খাতে ব্যয় বাড়াতে হবে, সামরিক খাতে ব্যয় সীমিত করতে হবে;
- মানবাধিকার ও মানব উন্নয়নের জন্য সার্ক সম্মেলনে সরকারি পর্যায়ের আলোচনায় দক্ষিণ এশীয় সুশীল সমাজের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

সুপ্র
সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান
Campaign for Good Governance

বাড়ি ১৩/৩, সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭। ফোন : +৮৮০২-৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩, ফ্যাক্স : +৮৮০২৯১২৯৩৯৫, ইমেইল : info@supro.org, ওয়েব : www.supro.org

গবেষণা টিম : মো: জাকারিয়া, সৈয়দ আমিনুল হক, বরকত উল্লাহ মারুফ, মো: শামছুদ্দোহা, প্রদীপ রায়, রেজাউল করিম চৌধুরী